কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম 2

এইচএসসি পরীক্ষার্থীর পায়ে পুলিশের তিন গুলি

এনায়েত হোসেন মিঠু, মিরসরাই ▷

পায়ে তিনটি গুলির অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন অংশ নেন কলেজছাত্র আশরাফুল (১৮)। এরপর আর পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। হঠাৎ যেন সব কিছু থেমে গেছে তাঁর। তিনি এখন কারাগারের হাসপাতালে। অথচ তাঁর বসার কথা পরীক্ষার হলে।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ ভালুকিয়া গ্রামে গত ২৪ মার্চ অভিযান চালাতে গিয়ে আশরাফুল নামের 'নিরীহ' কলেজছাত্রের পায়ে পুলিশ তিনটি গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরপর তাঁর নামে একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 'তিনি চট্টগ্রাম কারাগারের

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

এইচএসসি পরীক্ষার্থীর পায়ে পুলিশের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতাল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। আশরাফুল স্থানীয় বারইয়ারহাট ডিগ্রি কলেজের ছাত্র এবং জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের উত্তর সোনাপাহাড় গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

পরিবারের অভিযোগ, আশরাফুল কোনো সহিংসতা, নাশকতা বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন। এমনকি তাঁর নামে কোনো মামলাও ছিল না। অথচ জোরারগঞ্জ থানার পুলিশের এসআই নাজমুল হোসেন ও মো. ইসরাফিল রাতের অন্ধকারে তাঁকে রাস্তা থেকে নির্জন স্থানে তুলে নিয়ে যান। পরে পুলিশ কনস্টেবল বেলাল হোসেন হাঁটুতে তিন-তিনটি গুলি করেন। ঘটনার পর থেকে পরিবারকে নানা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে পুলিশ। তবে পুলিশের দাবি, গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় আসামিদের ধরতে ভালুকিয়া গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে সন্ত্রাসীরা। এ সময় আশরাফুল নিজের ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছেন। আত্মরক্ষায় পুলিশ তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়েছে মাত্র। এ ঘটনায় ২৫ মার্চ জোরারগঞ্জ থানার এসআই ফজলুল হক বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ মার্চ দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে মিরসরাইয়ের জোরারগঞ্জ ভালুকিয়া গ্রামে পুলিশি অভিযান চালানো হয়। ওই রাতে আশরাফুল পাশের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্দেহজনক গতিবিধির কথা বলে চিনকিরহাট এলাকায় রাস্তা থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থী আশরাফুল ইসলামকে আটক করে পুলিশ। জোরারগঞ্জ থানার পুলিশের ওই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এসআই নাজমুল হোসেন ও এসআই মো. ইসরাফিল। আটকের সময় পুলিশের কাছে কাকুতি-মিনতি করে আশরাফুল বলেন, 'আমি অপরাধী নই, আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই, আমাকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু তাঁর কোনো কথায় কর্ণপাত করেনি পুলিশ। আশরাফুলকে আটক করে ভ্যানে তোলে পুলিশ। এরপর রাত আড়াইটার দিকে করেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার রাস্তার মাথায় নিয়ে আশরাফুলের পায়ে শটগান ঠেকিয়ে একে একে তিনটি গুলি করে পুলিশ। এ সময় গুলিবিদ্ধ আশরাফুলের চিৎকারে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এলে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ ঘটনার দুই ঘণ্টা পর ওই দিন ভোর ৪টা ২০ মিনিটে গুলিবিদ্ধ আশরাফুলকে ভর্তি করা হয় মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। ততক্ষণে প্রচুর রক্তক্ষরণে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন কলেজছাত্র আশরাফুল। অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জয়নাল আবেদীন তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এ অবস্থায় পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতাল থেকে পুনরায় থানা হাজতে এনে ১ এপ্রিল শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন অংশ নেন আশরাফুল। পরে ২ এপ্রিল আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয় তাঁকে। এর পর থেকে আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি তাঁর।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সগির মিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারাগারে থেকে মোট ৪২ জন পরীক্ষার্থী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। আশরাফুল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে আমরা আদালতের কোনো আদেশ বা নির্দেশ পাইনি।'

সরেজমিনে সোনাপাহাড় গ্রামে আশরাফুলের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশের ভয়ে মা শাহানা আক্তার ভেঙে পড়েছেন। পুলিশের ভয়ে তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি। বাবা জাহাঙ্গীর আলম একটি শিপে চাকরি করায় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে তাঁর চাচা মোহাম্মদ সুমন বলেন, 'আশরাফুল কোনো সহিংসতা, নাশকতা বা রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয়। এমনকি তার নামে কোনো মামলাও ছিল না। তারা নিরীহ আশরাফুলকে গুলি করে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। বিনা দোষে তার জীবনটা নষ্ট হতে চলেছে।' আশরাফুলের মামা আনোয়ার হোসেন নয়ন বলেন, 'আমরা মামলার বিষয়ে এ মুহূর্তে কিছু ভাবছি না। এখন কিভাবে তাকে বাকি পরীক্ষাগুলো হলেও দেওয়ানো যায় সে চেষ্টা করছি।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানায়, রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে ভালুকিয়া গ্রামে হ্যান্ডকাফ পরানো এক যুবককে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে হাঁটুতে গুলি করেন এক কনস্টেবল। পরে গুলির শব্দে এবং ওই যুবকের চিৎকারে গ্রামের লোকজন চারদিক থেকে ছুটে এলে পুলিশ আশরাফুলকে ভ্যানে তুলে দ্রুতগতিতে এলাকা ত্যাগ করে।

আশরাফুল সম্পর্কে বারইয়ারহাট ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক বোরহান উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আশরাফুল আমার কলেজের নিয়মিত ছাত্র। সে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছে বলে আমার জানা নেই। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার। সে খুব নিরীহ পরিবারের সন্তান।'

প্রতিবেশী আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আশরাফুল গ্রামের সহজ-সরল একটি ছেলে। রাজনৈতিক দল বা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে আমরা জানতাম।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গত রবিবার এসআই নাজমুল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ২৪ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে ৮টায় বারইয়ারহাটে সরকারি দল সমর্থিতদের দুই পক্ষের হাঙ্গামায় আশরাফুল জড়িত ছিল। ওই ঘটনায় তাকে আটক করে ভালুকিয়ায় একটি বাড়িতে অভিযান চালাতে গেলে সেখানে সে গুলিবিদ্ধ হয়।' নাজমুল দাবি করেন, 'আশরাফুল নিজেদের গুলিতে আহত হয়েছে।'

তবে অভিযানে থাকা এসআই মো. ইসরাফিল আশরাফুলের পায়ে শটগান ঠেকিয়ে গুলি করার কথা স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বারইয়ারহাটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে চিনকিরহাট এলাকার একটি বাড়ি থেকে আটক করা হয় আশরাফুলকে। এরপর তাকে নিয়ে আরো দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভালুকিয়া গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালাতে গেলে সে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় থানার কনস্টেবল বেলাল হোসেন পায়ে শটগান ঠেকিয়ে আশরাফুলকে গুলি করেন।'

সহকারী পুলিশ সুপার (সীতাকুণ্ড সার্কেল) সালাউদ্দিন শিকদার ঘটনার রাতে (২৪ মার্চ) জোরারগঞ্জ থানায় অবস্থানের কথা স্বীকার করে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পুলিশের গুলিতে আশরাফুল আহত হয়েছে তা আমার জানা ছিল না। বিষয়টি আমি খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

এ বিষয়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন মিরসরাই উপজেলা কমিটির আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট নারায়ণ চন্দ্র চর্মকার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এটি মানবাধিকারের জঘন্য লঙ্ঘন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে প্যানেল কোর্টে ৩২৬ ও ৩২৫ ধারায় মামলা দায়ের করতে পারে। এ ছাড়া চাইলে পুলিশ প্রবিধান অনুযায়ী উচ্চপর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃপক্ষই এমন অপরাধে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল ব্যবস্থা নিতে পারে।'